ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

নাজমুল হুদা মিনা

২৬ এপ্রিল, ২০১৭

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

নাজমুল হুদা মিনা
অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো.এস এম জুয়েল ও শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার
বাসা # ০৫, রোড # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরানো)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-banglad+esh.org

উৎসর্গ

তৈরি পোশাক খাতে দুর্ঘটনায়
হতাহত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, চ্যালেঞ্জ ও তার উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে বহুমুখী গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি কাঠামোতে ইতিবাচক পরিবর্তনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহায়ক ভূমিকা পালন করা টিআইবির অন্যতম উদ্দেশ্য।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরে টিআইবি (অক্টোবর ২০১৩) "তৈরি পোশাক খাত: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণায় তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত হয় এবং তা থেকে উত্তরণে ২৫ দফা সুপারিশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ধারাবাহিকভাবে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে তিনটি ফলোআপ গবেষণা এবং ২০১৭ সালে একটি কার্যপত্র তৈরি করে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণাটিতে রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত পদেক্ষপসমূহের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক নাজমুল হুদা মিনা। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে তৈরি পোশাকখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন কারখানার মালিক ও কর্মকর্তা, শ্রমিক, শ্রমিক নেতা, বায়ার জোটের প্রতিনিধি, গবেষক, এবং দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে গবেষকদের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতিবেদনটি তত্ত্বাবধান করেছেন সিনিয়র প্রোগাম ম্যানেজার মো. ওয়াহিদ আলম। এছাড়া সম্পাদনা, পরিমার্জন ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন সিনিয়র প্রোগাম ম্যানেজার মো. ওয়াহিদ আলম, শাহজাদা এম আকরাম ও এ এস এম জুয়েল মিয়া। এছাড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ টিআইবির অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে এ-খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের যে কোনো গবেষণা বা কর্মসূচিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

	মুখবন্ধ	
১	ভূমিকা	৬
২	বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	৯
৩	বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ	১৮
৫	সার্বিক পর্যবেক্ষণ	২৩
৬	উপসংহার ও সুপারিশ	২৫
৭	*তথ্যসূত্র*	২৯

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নে মূল ভূমিকা রেখেছে[১] এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে প্রায় ২৮.১৫[২] বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয় যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮১.৩%[৩]। ২০১৪-১৫ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে তৈরি পোশাকখাতের অবদান ছিলো প্রায় ১৪.৫%[৪] এবং প্রায় ৪৪ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি তৈরি পোশাকখাতের সাথে জড়িত রয়েছে[৫]। একইসাথে, এ খাত নারী কর্মসংস্থানে মূল ভূমিকা পালন করছে; প্রাতিষ্ঠানিক খাতে মোট কর্মরত শ্রমিকের প্রায় ৬৪% নারী শ্রমিক এ শিল্পে কাজ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় কর্ম-সংস্থানকারী[৬] এবং দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত এ খাতে দেশের অন্যান্য খাতের মতই সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। ২০১৩ সালে সংঘটিত 'রানা প্লাজা' দুর্ঘটনা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ। রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তীতে এ খাতে বিদ্যমান সুশাসন ঘাটতি আন্তর্জাতিক ভাবে সমালোচিত হয় এবং খাতের শ্রমিক অধিকার ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে সার্বিকভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পর্যায় হতে জোরালো চাপ তৈরি হয়। ফলে, এ খাতের সংস্কারের সুযোগ তৈরি হয়। সরকার ও বায়ারসহ অন্যান্য অংশীজন কমপ্লায়েন্স ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে টিআইবি (অক্টোবর, ২০১৩) একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণায় সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে টিআইবি এ সকল বিষয়ে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য ধারাবাহিক ভাবে তিনটি ফলোআপ গবেষণা (এপ্রিল, ২০১৪, এপ্রিল ২০১৫ ও এপ্রিল ২০১৬)[৭] পরিচালনা করেছে। এ সকল গবেষণায় সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের ইতিবাচক অগ্রতি লক্ষ্য করা যায়। এ সকল উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন করা, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিভিন্ন কমিটি গঠন ও দুর্নীতি বিরোধী প্রশিক্ষণ প্রদান করা, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শনের জাতীয় পর্যায়ে ত্রি-পক্ষীয় জোট গঠন করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সেবা প্রদান পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা, রানা প্লাজা ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা প্রভৃতি। এরই ধারাবহিকতায় টিআইবি সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সার্বিকভাবে রানাপ্লাজা পরবর্তী গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এ ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

তৈরি পোশাক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার স্বার্থে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা অত্যন্ত জরুরী। অপরদিকে, জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার অভিষ্ট-৮ এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই প্রতিবেশ ও সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ উল্লেখ রয়েছে। রানাপ্লাজা দূর্ঘটনার পরবর্তীতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন বিষয়ক ঘাটতিসমূহ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে বিভিন্নমূখী চাপের কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিভিন্ন পদক্ষেপগ্রহণ করে। এ পদক্ষেপ সমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না এবং এ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

1 http://www.bgmea.com.bd/home/about/AboutGarmentsIndustry

2 প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত

4 https://www.textiletoday.com.bd/overview-bangladesh-rmg-2016/

৫ ibid

৬ ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ৮ জুলাই ২০১২।

7 বিস্তারিত দেখুন, 'তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি' (এপ্রিল, ২০১৪) প্রথম ফলোআপ, টিআইবি এবং তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি' (এপ্রিল, ২০১৫) দ্বিতীয় ফলোআপ, টিআইবি

চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা এখনও বিদ্যমান। টিআইবি এ গুরুত্ব বিবেচনা করে গত পাঁচবছর এ খাতের প্রয়োজনীয় কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার সুপারিশ প্রদান এবং এ সকল সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত উদ্যোগসমূহের নিয়মিত পর্যক্ষেণ করছে। গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কাজের ধারাবাহিকতায় এবং তৈরি পোশাক খাতের সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে টিআইবি বর্তমান এ গবেষণা পরিচালনা করছে।

১.৩ গবেষণা উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে- তৈরি পোশাক খাতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের (কলকারখানা স্থাপন ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, শ্রম পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, গার্মেন্টস মালিক, শ্রমিক সংগঠন, বিজিএমইএ, বায়ার, অ্যকর্ড, অ্যালায়েন্স, আইএলও) নিকট হতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পোশাক খাত অধ্যুষিত তিনটি অঞ্চলে বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সমন্বয়ে ১৮টি দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের ওয়েব সাইট, সরকারি প্রতিবেদন, আদালতের নির্দেশনা, গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি নভেম্বর ২০১৭ - এপ্রিল ২০১৮ সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণাভুক্ত অংশীজন

সরকার ও সরকারী সংস্থা- শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); শ্রম পরিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি সংগঠন মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন ও বায়ার (আর্ন্তজাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান), আইএলও এবং এনজিও।

গবেষণায় ব্যবহারিত সুসাশনের সূচক ও উপসূচক (তাত্ত্বিক কাঠামো)

গবেষণায় সুশাসনের ৮ টি সূচকের উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণী ১.১ সুশাসন নির্দেশক সূচক ও উপসূচক

সুশাসনের নির্দেশক	অগ্রগতির বিষয়সমূহ পর্যালোচনা
আইন, নীতি ও আইনের প্রয়োগ	❑ আইন ও নীতি প্রণয়ন ❑ রানাপ্লাজা পরবর্তি দায়েরকৃত মামলা
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমত	❑ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা ও বিকেন্দ্রিকরণ ❑ জনবল, লজিস্টিকস ও প্রশিক্ষণ ❑ ডিজিটাইজেশন ❑ সমন্বয় ❑ নীতি সহায়তা
স্বচ্ছতা	❑ তথ্যের উম্মুক্ততা ❑ কারখানাসমূহের তথ্য প্রকাশ ❑ পরিদর্শন ব্যবস্থায় ডিজিটাইজেশন
জবাদিহিতা	❑ পরিদর্শন ও কার্যক্রম পরিচালনায় জবাবদিহিতা ❑ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

কারখানা নিরাপত্তা	❑ বায়ার প্রতিষ্ঠান (অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স) ❑ সরকার (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ, আরসিসি) ❑ রিমেডিয়েশন (আর্থিক সক্ষমতা) ❑ পোশাক পল্লী
শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার	❑ পরিচয় ও নিয়োগপত্র ❑ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, শোভন ব্যবহার ও কর্মপরিবেশ ❑ ক্ষতিপূরণ ও বীমা ব্যবস্থা ❑ মজুরি, ❑ অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ও ছুটি ❑ মাতৃত্বকালীন সুবিধা ❑ সংগঠন করার অধিকার যৌথ দরকাষাকষির অধিকার (ট্রেডইউনিয়ন, পার্টি সিপেটরি কমিটি ও সেফটি কমিটি)
শুদ্ধাচার	প্রতিষ্ঠান সমূহের শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এ খাতে শ্রমিক অধিকার এবং নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নে অগ্রগতি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে। সময় ও সম্পদের স্বল্পতা এবং পরিধির ব্যাপকতার কারণে তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত সকল অংশীজনকে এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি
- তাজরিন ও রানা প্লাজার দুর্ঘটনা-পরবর্তী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ না করার কারণে এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

২. বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণে ও সুশাসনের অন্তরায় দূরীকরণে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যেগের অগ্রগতি আলোচনা করা হলো-

২.১ আইন, নীতি ও আইনের প্রয়োগ বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ

তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকান্ড ও রানা প্লাজা দূর্ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে সরকার ২০১৩ সালের ২২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর **১০০ টি ধারা** সংশোধন করে, যা বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ হিসেবে পরিচিত। উক্ত সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের তালিকা মালিক পক্ষকে না দেওয়ার, ৩০% শ্রমিকের সম্মতিতে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান, কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও ৫০০০ শ্রমিকের কারখানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন বাধ্যতামূলক করা, ৫০০ শ্রমিক আছে এমন কারখানায় গ্রুপ বীমা করা প্রভৃতি বিধান প্রণয়ন করা হয়। ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' পাশ করা হয়। সকল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, বিধিমালা পাশ হওয়ার ৬ মাসের ভিতর সকল কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন, রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্রয় আদেশের ০.০৩ শতাংশের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য আলাদা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন ও তা পরিচালনায় বোর্ড তৈরির বিধান, দুটি উৎসবে শ্রমিকের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহ যে সকল কাজ করতে পারবে না তা স্পষ্টকরণসহ শ্রমিক অধিকার, শ্রমিক নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশের উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিষয় বিধিমালায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অপরদিকে, ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ মন্ত্রীসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে[৮]। আইনে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার রক্ষায় শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের বিধান, ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করা শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত না করা, স্থায়ী মজুরি বোর্ড গঠন, দূর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিপূরণের পরিমান নির্ধারণ, সালিশ-মীমাংসার জন্য বোর্ড গঠন, শ্রমিক অবসরকালীন ভাতা প্রদানের বিধান প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া ইপিজেড-এ শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সরকার ৮টি ইপিজেড শ্রম আদালত ও ১টি আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। এ সকল আদালতে এ পর্যন্ত ১১৪টি শ্রম মামলা রজ্জু করা হয়েছে যার মধ্যে ৪২টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে[৯]। এছাড়া, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবংঅগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপন বিধিমালা, ২০১৪ অনুমোদন করা হয়েছে। সর্বশেষ, তৈরি শিল্পকে বস্ত্রশিল্পের আওতায় রেখে খসড়া বস্ত্র আইন, ২০১৭ মন্ত্রীসভায় অনুমোদন করা হয়। ২০১৭ সালের জুন মাসে আইএলওর

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীর্তে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক মোট ১৪ টি কেস ফাইল করা হয়[১০]। পেনাল কোড এর ধারা ৩৩৭, ৩৩৮, ৪২৭, ৩০৪(বি) এবং ৩৪ এর ভিত্তিতে পুলিশ রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা এবং ৫টি কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপরদিকে রাজউক বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট ১৯৫২ এর ধারা ১২ এর ভিত্তিতে সাভার পৌরসভার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপর একটি মামলা একজন ভুক্তভোগীর পরিবার কর্তৃক ঢাকা জেলা জজ আদালতে একটি মামলা করা হয়। সিআইডি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার ২০১৫ সালে দন্ডবিধি আইন ও ইমারত নির্মাণ আইনে ৪১ জনের বিরুদ্ধে চর্জশিট প্রদান এবং দুদক দায়েরকৃত তিনটি মামলার একটিতে চার্জশিট প্রদান করা হয়। দুদক দায়েরকৃত অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের মামলায় ২০১৮ এর মার্চে রানারপ্লাজার মালিকের মা কে অবৈধ অর্থ রাখার দায়ে ছয় বছর কারাদন্ড প্রদান করা হয়। অপরদিকে, ২০১৫ সালে তাজরিন ফ্যাশন মামলার সাক্ষী গ্রহণ শুরু হয়েছে।

২.২.২ নীতি সহায়তা

[৮] 'সংগঠন করার অধিকার পাচ্ছে শ্রমিকরা'-বনিকবার্তা (১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬); 'ইপিজেড শ্রম আইন অনুমোদন'-জাগো নিউজ ২৪.কম(১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬); 'ইপিজেড শ্রম আইন চূড়ান্ত অনুমোদন'-যুগান্তর (১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬);

[৯]Progress in implementation on Outcome of the Review Meeting of the Sustainability Compact' updated by Bangladesh as on 11 January 2016; http://mincom.portal.gov.bd access on 10th February

[১০] পুলিশ কর্তৃক ১টি, রাজউক কর্তৃক ১টি, শিউলি আক্তার নামে একজন শ্রমিক কর্তৃক ১টি মার্ডার কেস এবং বাকি ১১টি মামলা কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আদালতে মামলা করা হয়।

তৈরি পোশাক ব্যবসায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকার বিভিন্ন সময় ব্যবসায়ীদের নীতি সুবিধা প্রদান করে। ২০১৬ সালে সরকার সকল ব্যবসায়ীদের জন্য কর্পোরেট কর বৃদ্ধি করে ৪২% করা হয় এবং পোশাক মালিকদের জন্য তা ২০% করা হয়। কিন্তু পোশাক ব্যাবসায়ীদের চাপের মুখে কর্পোরেট কর সাধারণ কারখানার জন্য ১২% এবং গ্রীন ফ্যাক্টরির জন্য ১০% নির্ধারণ করে[১১]। একইভাবে উৎস কর প্রস্তাবিত ১% থেকে কমিয়ে ০.৭% করা হয়। নতুন বাজারে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ৩% নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়[১২]। এছাড়া, অগ্নি নিরাপত্তার সরঞ্জাম আমদানিতে ৫% ডিউটির ব্যাবস্থা করা হয় যা অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩৫% থেকে ১০৪% এবং বন্দর সেবা গ্রহণের জন্য ১৫% প্রচলিত ভ্যাট মওকুফ করা হয়।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগ

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী গবেষণায় (২০১৩)[১৩] দেখা যায় এ খাতে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে- অপ্রতুল প্রশাসনিক ক্ষমতা, কেন্দ্রিভূত প্রশাসনিক ক্ষমতা, পরিদর্শনে জনবল ও লজিস্টিকস ঘাটতি, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি। পরবর্তীতে সরকার ও অন্যান্য অংশীজন ধারাবাহিকভাবে এ সকল ঘাটতি নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ গবেষণায় প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা এবং এখনও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.২.১ প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর ২০১৪ সালে পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তর এ উন্নীত করা হয় এবং প্রধান পরিদর্শকের পদ উন্নীত করে মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা) করা হয়। অধিদপ্তরের কার্যক্রম পূর্ববর্তী ৪টি বিভাগীয় শহর ও ৪ টি আঞ্চলিক শহর থেকে ৮ টি বিভাগীয় শহর ও ২৩ টি আঞ্চলিক শহরে কার্যক্রম বিস্তৃত করা হয় এবং লাইসেন্স অনুমোদন ও পরিদর্শন ক্ষমতা আঞ্চলিক অফিস গুলোতে প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি হয়েছে।

আবার, শ্রম পরিদপ্তর ২০১৭ সালে পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে রুপান্তরিত করা হয়। প্রধান পরিচালক পদ উন্নীত করে মহাপরিচালক করা হয় এবং মহাপরিচালকে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও শ্রমআদালতের কর্মচারি নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫০টি আঞ্চলিক অফিসসমূহকে শিল্পঘন অঞ্চলে ৫২টি আঞ্চলিক অফিসে বিন্যস্তকরণ করা হয়। বিভাগীয় অফিসে ট্রেডইউনিয়ন অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে[১৪]। এছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রম আধুনিকিকরণের জন্য আইএলও'র সহযোগীতায় ট্রেডইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং এন্ট্রি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন এসওপি (স্টান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর) প্রণয়ন করা হয়েছে। একইভাবে রাজউক কার্যক্রম ৮ টি জোনে বিভক্ত করে ২৩ টি জোনে ভবন নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে সকল শিল্পাঞ্চলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের স্থাপিত কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২.২.৩ জনবল, লজিস্টিকস ও দক্ষতাবৃদ্ধি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর জনবল ৩১৪ জন থেকে ৯৯৩ জন এ উন্নীত করা হয়েছে, নতুন ৩১২ জন পরিদর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ২১% নারী[১৫], অপরদিকে, পরিদর্শনের জন্য ১৭০টি মোটর সাইকেল ও ৪০টি স্কুটি দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিদর্শকদের ৬টি ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ (প্রতি ৪০ জন), আইন বিষয়ে ৯০টি

---

[১১] Export source tax cut to 0.7%- The Financial Express Bangladesh (Aug 8, 2017); (March 23, 2018)(December, 12,2017)

[১২] 'প্রণোদনার পরও নতুন বাজারে ধ্বস'- আরএমজি বাংলাদেশ (আগষ্ট ১৬,২০১৭)

[১৩] টিআইবি (২০১৩)

[১৪] শ্রম অধিদপ্তর প্রদত্ত তথ্য, মার্চ ২০১৮

[১৫] কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর প্রদেয় তথ্য, ফেব্রুয়ারী ২০১৮

প্রশীক্ষণ এবং কারখানা নিরাপত্তার ৫টি বিষয়ে (মেশিনারি সেফটি, কনস্ট্রাকশন সেফটি, কেমিক্যাল সেফটি, আরগোনোমিকস, অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশন) বিশেষজ্ঞ গঠনে ৪০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এছাড়া অধিকাংশ কর্মকর্তার বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই ভাবে, শ্রম পরিদপ্তর জনবল ৭১২ থেকে ৯২১ উন্নীত করেছে। পরিদর্শনের জন্য ১৭৫ টি মোটরসাইকেল ও ১০ টি অ্যাম্বুলেন্স সংযুক্ত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রমিক অধিকার বিষয়ে শ্রমিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শ্রম অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ইনস্টিটিউট (আই.আর.আই) এর বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপরদিকে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে ২১ জন স্টেশন অফিসারকে ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি দেওয়া ও মোট ২১৮ জন ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে ২৫৯টি প্রকল্পের আওতায় ১৬০ কোটি টাকার ফায়ার ফ্লোট, পানিবাহি গাড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং পরিদর্শক ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৪ টি দেশে ১৬৪ জন কর্মকর্তাকে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে[১৬]।

বিজিএমই'র তত্ত্বাবধায়নে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫০ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো এবং তাদের বিজিএমইর ফায়ার সেলে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে, বিজিএমইএর ফায়ার সেলের মাধ্যমে ১৫০০ টি কারখানায় প্রায় ৪০০০টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিজিএমইএ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর অর্থায়নে স্কিলস এন্ড ট্রেনিং ইনহ্যান্স প্রজেক্ট (এস.টি.ই.পি) চালু করা হয়। এ প্রজেক্টের মাধ্যমে ৫ হাজার শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৪৯৫০ জন প্রশীক্ষনার্থীকে চাকুরিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আইএলও ও এইচএন্ডএম এর সহযোগীতায় বিজিএমইর তত্ত্বাবধায়নে "দি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইন্ডাষ্ট্রি (সিইবিএআই)" শ্রমিক ও মধ্যম পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে[১৭] এবং প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৬০০০ হাজার শ্রমিককে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২.২.৪ ডিজিটালাইজেশন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন ব্যবস্থায় পরিচালনার জন্য আইএলওর সহযোগীতায় "লেবার ইনসপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (এলআইএমএ)" এর প্রবর্তন করা হয়েছে[১৮]। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও রাজউকে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সফলভাবে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরকে ১৮০ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এ২আই প্রকল্পের মাধ্যমে সেরা সরকারি সংস্থার পূরষ্কার প্রদান করা হয়[১৯]। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে কারখানাসমূহের লাইসেন্স ও নবায়নের জন্য, শ্রম অধিদপ্তরে ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধন অনলাইনে সম্পন্ন করা এবং রাজউক এর কারখানা, ভবন এর ম্যাপ ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনলাইন সেবার প্রচলন করা হয়েছে। রাজউকের অনলাইন সেবায় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহণ বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের সাড়া দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে[২০]।

২.২.৫ সমন্বয়

সরকার কতৃক খাতের টেকসই উন্নয়নে খসড়া দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্পকলীন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার, মালিক ও কর্মী সংগঠনের সমন্বয়ে ২২ সদস্যের ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে এবং আইএলও'র পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আলোচনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ৫ টি দেশ- আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও

[১৬] বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, মার্চ ২০১৮
[১৭] বিজিএমইএ, মার্চ ২০১৮
[১৮] প্রাগুক্ত
[১৯] The Financial Express, 12 December 2017
[২০] The daily Star, 15 December 2017

ইউরোপিয়ান দেশের পর্যায়ভিত্তিক সদস্যের এবং বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সমন্বয়ে "৫+৩" নামক গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে।

২.৩ জবাবদিহিতা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা শক্তিসালীকরণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রমে জবাবদিহিতা আনয়নে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন এবং ডিজিটাল পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইএলও'র সহযোগীতায় পরিদর্শন কার্যক্রম ট্যাবের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে ফলে কেন্দ্রিয় কার্যালয় হতে সহজে একজন পরিদর্শকের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় এবং পরিদর্শক কর্তৃক প্রদেয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনেই পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়টি ফলো-আপ করা যায়। পরিদর্শনকৃত রিপোর্ট একইসাথে সরাসরি কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া তৈরি পোশাক অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যলয়গুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতে গণশুনানীর আয়োজন করা হচ্ছে। এ সকল গণশুনানীতে এখন পর্যন্ত ১৫৭ জন সেবা প্রত্যাশিকে সেবা প্রদান করা হয়েছে ১৫৩ টি অভিযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে[২১]। পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে তৈরি পোশাক খাতে বায়িং হাউজ সমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কোনো ব্যবস্থা নাই। যার কারণে বায়িং হাউজগুলো অনেকক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যাবসায়িক মুনাফা অর্জনের জন্য কমপ্লায়েন্স নয় এমন কারখানায়ও পোশাক তৈরি করায়। এ ধরনের ব্যাবসায়িক প্রবণতা বন্ধ করা এবং বায়িং হাউজগুলোর ব্যবসা পরিচালনায় স্বচ্ছতা অনয়নে এবং বায়িং হাউজ সমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কতৃক খসড়া নীতি তৈরি করা হয়েছে[২২]।

২.৪ স্বচ্ছতা

তথ্যের উম্মুক্ততা নিশ্চিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে পরিদর্শিত কারখানার ডাটাবেজ ও শ্রম অধিদপ্তরে অনুমোদনকৃত ট্রেডইউনিয়ন এর ডাটাবেজ সম্বলিত ওয়েবসাইট চালু করা করা হয়েছে। অপরদিকে, ৩১ টি বায়ার কর্তৃক সাপ্লাইচেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে এবং "ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং ফর আরএমজি ইন বাংলাদেশ" নামক প্রকল্প চালু করা হয়েছে যেখানে কারখানাসমূহের সকল প্রকার তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে। রানাপ্লাজা দূর্ঘটনার পরবর্তীতে দেখা যায়, রানাপ্লাজায় অবস্থিত কারখানাসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের সন্নিবেশিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি যার ফলে শ্রমিকদের বিদেশি সহযোগীতায় সৃষ্ট ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থ বিতরণে জটিলতা সৃষ্টি হয়- এ সকল কারনে পরবর্তীতে টিআইবিসহ অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরির সুপারিশ করা হয়। এবং এ প্রেক্ষিতে বিজিএমইএ একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরির প্রকল্প শুরু করে। এখন পর্যন্ত এ ডাটাবেজে প্রায় ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার শ্রমিকের তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে[২৩]।

২.৫ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তীতে তৈরি পোশাকখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হেল্পলাইন বা হটলাইন এর ব্যবস্থা করা হয়। এ সকল হেল্পলাইন বা হটলাইনে শ্রমিকরা টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে অভিযোগ প্রদান করতে পারে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আলাদা সেল গঠন করা হয়েছে। এ সকল সেলের মাধ্যমে শ্রমিকের বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইএলওর সহযোগীতা ও নিয়ন্ত্রণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে হেল্পলাইন চালু করা হয়েছিলো, এ হেল্প লাইনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮৮১টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয় এবং নিষ্পত্তি করা ২৪৬টি (মোট অভিযোগের ২৭%) এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কতৃক ২০১৩-২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন করখানার বিরুদ্ধে ৪৪০৪ টি মামলা দায়ের করা হয়। শ্রম অধিদপ্তরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫০টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে ২৭টি (৫৪%) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অপরদিকে, অ্যাকোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হেল্পলাইনে ৪৯৭টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয় এবং এর মধ্যে ১৮৩ টি (৩৬%) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিজিএমই'র অভিযোগ নিষ্পত্তি সেলে ২০১৬ ও ২০১৭ সাল পর্যন্ত ২৫৭২টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে ২৫০৮টি (৯৭.৫১%) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা

---

[২১] প্রাগুক্ত

[২২] The Financial Express, 7 September, 2017

[২৩] বিজিএমইএ, এপ্রিল ২০১৮

হয় এবং একল অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রায় ৫০২৪ জন শ্রমিকের প্রায় ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ পাওনা টাকা কারখানার মালিকদের নিকট উত্তোলন করা হয়[২৪]।

২.৬ কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

রানা প্লাজা দূর্ঘটনা পরবর্তী টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় (২০১৩), বাংলাদেশের তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী কারখানাসমূহে নিরাপত্তা ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পরিদর্শন সংস্থায় সুশাসনের ঘাটতি এবং একক পরিদর্শন প্রক্রিয়ার ঘাটতির কারণে কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না। কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে টিআইবি একক পরিদর্শন প্রক্রিয়ার প্রচলন করা, সরকার ও বায়ার প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনাসহ, টেকনিকাল ও স্যোসাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। পরবর্তীতে, কারখানাসমূহে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনের চাপে ইউরোপের ২২০ টি দেশের বায়ার ও ট্রেডইউনিয়নের সমন্বয়ে আইনগত চুক্তির মাধ্যমে "দি বাংলাদেশ অ্যাকোর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি"[২৫] উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং উত্তর আমেরিকার ২৯ টি ব্রান্ডের সমন্বয়ে দি অ্যালায়েন্স ফর ওয়ার্কার সেফটি[২৬] গঠিত হয়। অপরদিকে, যে সকল কারখানায় এ সকল বায়ার কাজ করে না এবং সরাসরি কোনো ক্রয় আদেশ করে না এমন সাব কন্ট্রাক্ট কারখানাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইএলও'র অর্থায়নে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় "ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ বা জাতীয় উদ্যোগ" নামে একটি প্রকল্প গঠিত হয়। কারখানা নিরাপত্তায় সরকারি ও বেসরকারি এ উদ্যোগসমূহের অগ্রগতির বর্তমান অবস্থা এ গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।
অ্যাকোর্ড, অ্যালায়েন্স ও ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ এর আওতায় মোট ৪৪৮৫টি কারখানা পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়, এর মধ্যে অ্যাকোর্ডের পরিদর্শন আওতাভুক্ত ৭৫ টি কারখানা ব্যাতিত মোট ৪৩৪৬টি কারখানার প্রাথমিক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।

সারনী ১.২ কারখানা সমূহের সংস্কার কার্যক্রম

মূল্যায়ন	অ্যাকোর্ড (কারখানা সংখ্যা)	অ্যালায়েন্স (কারখানা সংখ্যা)	জাতীয় উদ্যোগ(কারখানা সংখ্যা)	মোট
প্রাথমিক তালিকাভুক্ত	২০৯৬	৮৫০	১৫৩৯	৪৪৮৫
প্রাথমিক পরিদর্শন	২০২২	৭৮৫	১৫৩৯	৪৩৪৬
পরিদর্শন হয় নাই	৭৫	০	০	৭৫
তালিকা পরিবর্তন	৪০		১৯৬	২৩৬
ব্যবসা/কারখানা বন্ধ	৩৫০	১৬৫	৫৯৭	১১১২
বর্তমান ফলো-আপ ভুক্ত কারখানা	১৬৩১	৬৮৫	৭৪৫	৩০৬১
অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে (১০০%)	১৪২	২৩৪	০	৩৭৬ (১২%)

[২৪] প্রাগুক্ত
[২৫] http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/2018-Accord-sign-on-info.pdf; http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/2018-Accord-sign-on-info.pdf
[২৬] http://www.bangladeshworkersafety.org/who-we-are/membership?lang=en

অগ্রগতি চলমান (৭০%-৯০%)	১৩১৮	৩৮৬	০	১৭০৪ (৫৬%)
ধীর অগ্রগতি (০%-৫০%)	১৭২	৬৫	৭৪৫	৯৮২ (৩২%)

পরিদর্শিত কারখানার মোট ২০৭৯ টি (৬৮%) কারখানার সংস্কার কাজে অগ্রগতি হয়েছে এবং ৯৮২টি (৩২%) কারখানার সংস্কার কাজ ধীর অগ্রগতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি না হওয়া কারখানার বেশিরভাগ জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত।

২০১৭ সালে সরকার শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য চট্রগ্রামের মিরসরাই একটি পোশাক পল্লী স্থাপনের জন্য ৫০০ একর জমি বরাদ্দ করে[২৭]। এ উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে মালিক পক্ষের একটি চুক্তি সাক্ষর হয় এবং মালিক পক্ষ থেকে জমির মূল্য বাবদ অগ্রিম টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিজিএমইএ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭৭৮টি নতুন কারখানা তৈরি করা হয়েছে, এ সকল কারখানায় প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

২.৬.১ সংস্কার কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা

কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অংশীজন কর্তৃক স্বল্প সুদে কারখানা সংস্কারে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করা হয়েছে। জাইকার কারখানা সংস্কারে অল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য ২৭৪ কোটি টাকার[২৮] এবং আইএফসির ৪০ মিলিয়ন[২৯] ডলার তহবিল গঠন করা হয়েছে। জাইকার তহবিলের অর্থ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধায়নে ৩০টি ব্যাংকের সাথে চুক্তি এবং গণপূর্ত বিভাগের আরবান সেফটি প্রকল্পে কারিগরি মূল্যায়নের দ্বায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই কারখানার জন্য এডিবির ২০ মিলিয়ন[৩০] ডলার এর একটি তহবিল গঠন করেছে।

২.৬.২ রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি)

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী গঠিত বায়ার প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের কার্যক্রম ৫ বছর মেয়াদে পরিচালনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো। এবং এ সকল কার্যক্রম পরবর্তী ফলোআপ এর মাধ্যমে টেকসই করা গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় দক্ষ একটি পরিদর্শন সংস্থা গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সকল কার্যক্রম নিয়মিত ফলোআপ করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০১৬ এনটিসি (ন্যাশনাল ট্রাইপাইট্রেট কাউন্সিল) এর ১১তম সভায় আরসিসি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৪ মে ২০১৭ সালে আরসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। সরকারের পাঁচটি দপ্তর ও তিনটি টাক্রফোর্সের (অগ্নি, ভবন ও বিদ্যুৎ) সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পাঁচটি দপ্তর হলো- কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজধানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর। আরসিসি হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, সকল সদস্য সংস্থার তিনজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে মাঠ পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হবে[৩১]। অপরদিকে, প্রধান পরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজউক/চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বুয়েটের প্রতিনিধির সমন্বয়ে টাস্কফোর্সসমূহ গঠিত হবে। রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের কার্যক্রম সহযোগীতা করার জন্য আইএলও কর্তৃক ৫০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৭ শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

---

[২৭] The financial Express, 22 March, 2018

[২৮] দৈনিক সমকাল, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

[২৯] " *IFC Engagement in the Bangladesh Apparel Sector- How IFC Supports Bangladesh Positions in Global Supply chain*"; IFC, October, 2017

[৩০] প্রাগুক্ত

[৩১] প্রাগুক্ত

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সুশাসনের ঘাটতি লক্ষ করা যায়- শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরি কম হওয়া, কর্মাবস্থায় আহত বা নিহত হলে ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, ছুটি না পাওয়া, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা অনেক বেশি হওয়া, পরিচয় পত্র ও নিয়োগপত্র না দেওয়া, জোরপূর্বক চাকুরিচ্যুতি ইত্যাদি। এসকল বিষয়ে ঘাটতি দুরিকরণে সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২.৭.১ মজুরি

রানাপ্লাজা দূর্ঘটনার পূর্বে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি মাত্র ৩৭০০ টাকা ছিলো। দেশিয় ও আন্তর্জাতিক চাপে সরকার পরবর্তীতে এ ন্যূনতম মজুরি ৭৬.৭% বৃদ্ধি করে ৫৩০০ টাকা নির্ধারণ করে এবং প্রতি পাঁচবছর অন্তর মজুরিবোর্ড গঠন করে মজুরি পুন: নির্ধারন করার বিধান করা হয়। পূর্ববর্তী মজুরি কাঠামোর পরিবর্তনের পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়া সরকার কর্তৃক মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে "মজুরি বোর্ড" গঠন করেছে[৩২]। উল্লেখ্য, কোনো আন্দোলন ছাড়া প্রথমবারের মতো মালিকপক্ষের সদিচ্ছায় এবং বিজিএমইএর অনুরোধে সরকার তৈরি পোশাক খাতে মজুরি বোর্ড ঘোষণা করেছে। এছাড়া গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় প্রায় ৯৮% কমপ্লায়েন্স কারখানায় সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি প্রদান করছে যা পূর্ববর্তি গবেষণায় ছিলো ৯৫%।

২.৭.২ অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ও ছুটি, প্রসূতিকালীন সুবিধা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, সেফটি কমিটি

রানাপ্লজা দুর্ঘটনার পরবর্তী টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০১৩), শ্রমিকদের স্বল্প পারিশ্রমিকে এবং জোর করে অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় কাজ করানো, প্রসূতিকালীন সুবিধা না দেওয়া- প্রসূতিকালীন শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতি করা, পাওনা ছুটি প্রদান না করা এবং কারখানায় টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোনো ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি বিষয় সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সরকার এবং বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অপরদিকে, কারখানায় কর্মকালীন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ৫০০০ হাজার শ্রমিক আছে এমন কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগে বাধ্যতামূলক করা হয়। অপরদিকে, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য পরিচালিত শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ২৯টি থেকে ৩২টিতে উন্নীত করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের অনলাইনের মাধ্যমে সহজে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য "শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা" নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, বিজিএমইএ কর্তৃক শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ১২টি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে এবং আইএলওর সহযোগীতায় কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রায় ৫৮৭টি ফ্যাক্টরিতে ৮ লক্ষ শ্রমিকের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে[৩৩]।

২.৭.৩ গ্রুপ বীমা, কেন্দ্রীয় তহবিল, আইএলও ইন্সুরেন্স ও ক্ষতিপূরণ

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তীতে শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধন করা হয়, সংশোধিত শ্রম আইন-২০১৩ এ ১০০ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে এমন কারখানায় বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু করার বিধান প্রণয়ন করা হয়। অপরদিকে, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ২১২ অনুযায়ী শতভাগ রপ্তানিকৃত প্রতিষ্ঠানের ক্রয় আদেশে ০.৩ শতাংশ অর্থের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রিয় তহবিল গঠন করা হয়। এ কেন্দ্রিয় তহবিলের অর্থ দুটি হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একটি সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব এবং অপরটি আপদকালীন কল্যাণ হিসাব। সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব হতে কর্মক্ষেত্রে আহত বা নিহত, কর্মক্ষেত্রের বাহিরে আহত বা নিহত এবং কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রকার রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার খরচ বহন করা সহ বিভিন্ন ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করার বিধান প্রণয়ন করা হয়। সর্বোপরি, সরকার শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও দুর্ঘটনাজনিত বীমার সমন্বয়ে প্রতিটি শ্রমিকের দূর্ঘটনার জন্য ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের বিধান করে। অপরদিকে, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক দূর্ঘটনা ও অসুস্থতার জন্য আইএলও কর্তৃক একটি ইনজুরি স্কিম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে মালিকের সাথে আলোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ এ সেফটি কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছে এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এ বিধিমালা কার্যকর হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে কারখানা সমূহে সেফটি কমিটি তৈরি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২.৭.৪ সংগঠন করার অধিকার ও যৌথ দরকষাকষি (পার্টিসিপেটরি কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়ন)

[৩২] Government forms new wage board for RMG sector, 14 January 2018, Dhaka tribune
[৩৩] প্রাগুক্ত

রানাপ্লাজা পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মালিকদের নিকট পাঠানোর বিধান ছিলো পরবর্তীতে সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩ এ বিধান রহিত করা হয়। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কারখানায় কর্মরত ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতিসূচক সাক্ষরের বিধান, কারখানা পর্যায়ে ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধন তুলনামূলক কঠিন করেছে। সম্প্রতি, আইএলওর এক্সপার্ট কমিটি কর্তৃক নেতিবাচক পর্যবেক্ষণ ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সংগঠন করার অধিকার বঞ্চিত হওয়ার দরুন জিএসপি সুবিধা প্রাপ্তিতে ঝুঁকি দেখা গিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সরকার ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যাভেদে ২০% ও ২৫% শ্রমিকের সম্মতিসূচক সাক্ষরের বিধান করে শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অপরদিকে, তৈরি পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম সহযোগীতার জন্য ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯২টি ইউনিয়নসহ রানা প্লাজা দূর্ঘটনা পরবর্তী এ পর্যন্ত মোট ৬৩২টি ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে[৩৪]। আবার, শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ এ কারখানা পর্যায়ে পার্টিসিপেটরি কমিটি তৈরির ক্ষেত্রে মনোনায়ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্টিসিপেটরি কমিটির সদস্য নির্ধারণের বিধান করা হয়েছে[৩৫]। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক এ পর্যন্ত কারখানাসমূহে ৮৫০ টি পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠন করা হয়েছে[৩৬]।

২.৭.৫ শুদ্ধাচার

তৈরি পোশাক সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশীক্ষণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন-কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে জেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয় হতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে প্রতিমাসে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ফলোআপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইভাবে, রাজউক কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় সকল সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের শুদ্ধাচার চর্চায় মনোস্তাত্ত্বিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপরদিকে উভয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রেষণা দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৮ অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সার্বিক অগ্রগতি

টিআইবি পরিচালিত বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত ১০২টি উদ্যোগের (২০১৩ হতে ২০১৬) ৩৯% সম্পন্ন, ৪১% উদ্যোগের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি, ২০% উদ্যোগ ধীর গতিতে চলমান বা স্থবির রয়েছে। বাস্তবায়ন সম্পন্ন উদ্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- তৈরি পোশাক খাতের জন্য আলাদা তহবিল গঠন, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন, শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নয়ন, রাজউকের কার্যক্রম পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্নকরণ, মালিক কর্তৃক জরুরী ফোন নম্বরসহ পরিচয়পত্র প্রদান প্রভৃতি[৩৭]। চলমান অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট খাতে বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতা দুরীকরণ, জরিপকার্য ও কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন, ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিকদের জন্য ডাটাবেজ তৈরি প্রভৃতি। ধীর অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মুন্সীগঞ্জে পোশাক পল্লী স্থাপন, ৩টি শিল্পাঞ্চলে ফায়ার ষ্টেশন তৈরি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির জন্য গাইডলাইন বা নীতিমালা প্রস্তুত করা, রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশন মামলার দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি।

সারনী ১.৩ বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের পর্যালোচনা

[৩৪] প্রাগুক্ত

[৩৫] প্রাগুক্ত

[৩৬] প্রাগুক্ত

[৩৭] বিস্তারিত দেখুন- পরিশিষ্ট

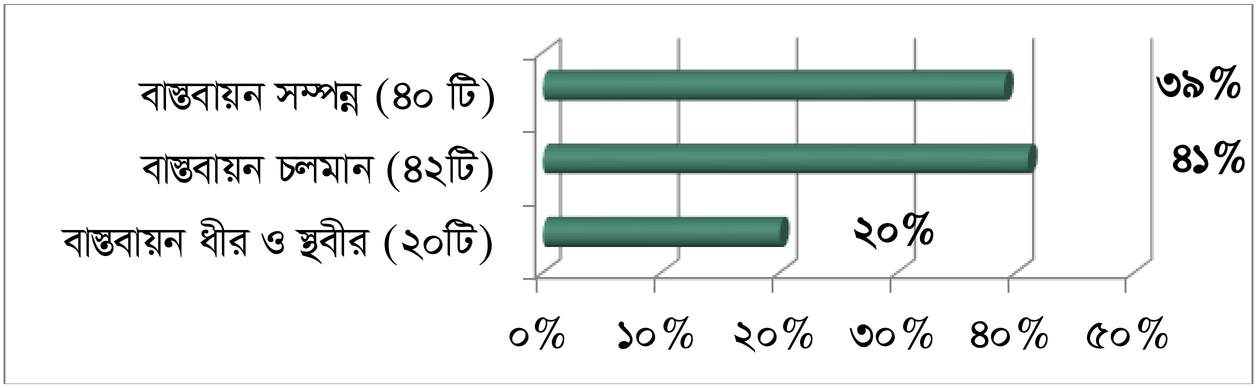

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি

৩. বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

রানাপ্লজা দূর্ঘটনা পরবর্তী গত পাঁচ বছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সুশাসন নিশ্চিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখনও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এ অধ্যায়ে এ সকল বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে-

৩.১ আইন, নীতি ও আইন প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ

আইএলও'র "কমিটি অব এক্সপার্ট" কর্তৃক জুন ২০১৭ সালে সংশোধীত শ্রম আইন ২০১৩ এবং ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ এর বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার, যৌথ দরকষাকষি ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মতামত বাংলাদেশ সরকারকে প্রদান করে। এখানে তারা আইএলও কনভেনশনের সাথে, বিশেষ করে যৌথ দরকষাকষি ও সংগঠন করার অধিকার বিষয়ে অসমঞ্জস্যতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করে[৩৮]। বাংলাদেশ সরকার এ অভিযোগের ভিত্তিতে, আইন সংশোধনের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরি করে এবং ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ বাতিল ঘোষণা করে। উক্ত কমিটি আইনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে আইনের বিভিন্ন বিষয় সংশোধন করার প্রস্তাব পেশ করে। এ প্রস্তাব আগষ্ট ২০১৭ এ আইএলওর কমিটি অব এক্সপার্ট এ পাঠানো হয়। কিন্তু নভেম্বর ২০১৭ কমিটি এ সংশোধীত প্রস্তাবটিকে আংশিক বলে অবহিত করে। আইএলও'র "কমিটি অব এক্সপার্ট" কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণে যে সকল ধারা শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তা হলো- ধারা ২(৪৯) 'মালিক' সংজ্ঞায়নে ব্যাপকতা; ২(৬৫) শ্রমিক সংজ্ঞায়নের পরিসর ছোট করা ও ১৭৫ শ্রমিকের বিশেষ সংজ্ঞা, প্রতিষ্ঠান পুঞ্জে সংগঠিত হওয়ার প্রতিবন্ধকতা ধারা ১৭৯(৫) ও ১৮৩(১); স্বাধীনভাবে সংবিধান প্রণয়নে হস্তক্ষেপ ধারা ১৭৯(১), ১৮৮; ধর্মঘট অহ্বানে প্রতিবন্ধকতা ও শাস্তি ধারা ২১১(১)(৩)(৪),২২৭(গ),১৯৬(২)(গ),২৯১(২)(৩) এবং ২৯৪-৯৬; পক্ষদ্বয় সংক্ষুদ্ধ না হলে বাধ্যতামূলক আরবিট্রেশন ধারা ২১০(১০)-(১২)[৩৯] ও আইএলও কনভেনশন (২৯,৮৭, ৯৮,১০৫, ১২১) অসমাঞ্জস্যতা বিদ্যমান। এছাড়া, গবেষণায় দেখা যায়, আইনের বিভিন্ন ধারা যেমন- [২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] অপপ্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিক চাকুরিচ্যুত করার অভিযোগ রয়েছে।
অপরদিকে, অগ্নি নির্বাপন বিধিমালা, ২০১৪ এর বিভিন্ন ধারায় যেমন মালগুদাম/কারখানা মাশুল, অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি বাস্তবায়ন সম্ভব নয় ইত্যাদি বিষয়ে মালিক পক্ষের আপত্তিতে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় এবং মালিক পক্ষের আপত্তি পর্যালোচনার পরবর্তীতে পুনরায় কার্যকর করার জন্য সরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন করা হলেও আইনটির দীর্ঘদিন স্থগিতাবস্থা বিরাজ করছে। এর ফলে একদিকে যেমন কারখানাসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে অপরদিকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৬১ সালের বিধিমালা অনুযায়ী ফি গ্রহণ করার ফলে সরকার বিপুল পরিমানে রাজস্ব হারাচ্ছে।

আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায়, সিআইডি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় বারবার সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হচ্ছে। অপরদিকে এ মামলাটিতে আসামীপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে বর্তমানে কার্যতঃ স্থবির রয়েছে। আবার তাজরিন ফ্যাশন মামলায় বারবার তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয়েছে।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ

সরকার কর্তৃক তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এখনও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিচালনায় আইএলও'র সহযোগীতায় এসওপি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় কিন্তু এ উদ্যোগটি আইএলও'র সহযোগীতার অভাবে কোনো অগ্রগতি হয় নাই। রাজউক 'ড্যাপ' অঞ্চলসমূহে যেমন- নারায়নগঞ্জ,সাভার ইত্যাদি কারখানার ভবন নির্মান অনুমোদনের ক্ষমতা প্রাপ্ত। কিন্তু রানা প্লাজা পরবর্তী গবেষণায় (টিআইবি, ২০১৩) দেখা যায় ভবন নকশা অনুমোদনে দক্ষতার অভাব থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নকশা অনুমোদন করেছে, কিছু ক্ষেত্রে রাজউকভুক্ত অঞ্চলে এখনও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভবন নকশা অনুমোদনের অভিযোগ এ গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া গবেষনায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে ভবনের অগ্নি নিরাপত্তার নকশা অনুমোদনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ক্ষমতাপ্রাপ্ত যা এ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্য কিন্তু বর্তমানে খসড়া ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এর ২য় ভাগে ৩.২.১০.২ ধারায় ভবনের নকশা ও অগ্নি

[৩৮] www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/...to.../index.htm access on 18 December, 2018

[৩৯] প্রাগুক্ত

নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা নীরিক্ষা করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রদত্ত ক্ষমতা বাতিল করা হয়। সরকারি নীতি ব্যবস্থায় এ বিধানের জন্য ভবনসমূহে অগ্নি নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

রানাপ্লাজা পরবর্তীতে এ খাতের পরিদর্শন কার্যক্রমে জনবল ঘাটতি নিরসনে সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিদর্শক বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে কলকারখানা অধিদপ্তরে নতুন পরিদর্শক নিয়োগ সম্পন্ন হলেও কিছু পদোন্নতিযোগ্য পদে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তর হতে নিয়োগের নিয়ম আছে, এসকল পদের জন্য যোগ্য কর্মকর্তা না পাওয়ায় এবং বাহির হতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সরকারি অনুমতি এখনও না পাওয়ার কারণে এ ১৪৭ টি বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক পদ পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে, ৮০ লক্ষ প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখনও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে পরিদর্শক সংখ্যা অপ্রতুল। রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেও সরকার কর্তৃক রাজউকের পরিদর্শক বৃদ্ধির উদ্যোগ এখনও সম্পন্ন হয় নাই। একইভাবে, শিল্পাঞ্চলে ১১ টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মানের পরিকল্পনা পাঁচ বছরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসে উঁচুভবন সংজ্ঞায়নে অসমঞ্জস্যতা দুর করা হয় নাই। রাজউকের উঁচুভবন হিসেবে ১০ তলা ভবন ও ফায়ার সার্ভিস এর উঁচুভবন সংজ্ঞায়নে ৮ তলা ভবনকে বোঝায় ফলে অনেকক্ষেত্রে ১০ তলা ভবন তৈরিতে ভবন মালিকেরা ফায়ার সার্ভিস থেকে উঁচুভবনের নকশা অনুমোদন নেয় না এবং ভবনের অগ্নি নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। একইভাবে, ফায়ার সার্ভিসের ১০ তলা ভবনের অগ্নি নির্বাপনের ক্ষেত্রে ফায়ারসার্ভিসের লজিস্টিকস ঘাটতি রয়েছে যা উঁচুভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ডিজিটালাজাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের অনলাইন সেবা গ্রহণে সেবা গ্রহণকারীদের আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানসমূহে অনলাইন সেবা প্রদানের প্রচারণার অভাব এবং সেবা গ্রহণকারীদের দক্ষতার ঘাটতির কারণে অনলাইন সেবাকার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি হচ্ছে না। রাজউকের ক্ষেত্রে অনলাইনে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহনের হার বাড়লেও নকশা অনুমোদোনের সেবা গ্রহনের হার বাড়লেও নকশা অনুমোদনের সেবা গ্রহনে সাড়া কম পাওয়া যাচ্ছে।

নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে একক কর্তৃপক্ষ না থাকায় ১৭ টি প্রতিষ্ঠান থেকে এখনও কারখানা মালিকদের বিভিন্ন সনদ নিতে হয়। এ সকল সনদ গ্রহনে দীর্ঘসূত্রিতার কারনে ব্যবসা শুরু করতে সময় বেশি লাগে, যার কারনে অনেকসময় মালিকদের ব্যবসায়িক ক্ষতির কারন হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি এ ১৭ টি প্রতিষ্ঠানের সনদ দ্রুত নেওয়ার জন্য মালিকদের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়। খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান করেছে। অনেকক্ষেত্রে, তৈরি পোশাক মালিকদের শক্তিসালী লবিং এর জন্য সরকারের নীতি সহায়তা তৈরি পোশাক ব্যবসা কেন্দ্রিক হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু নীতি সহায়তা সত্ত্বেও গত অর্থবছরে নতুন বাজারে আয় গড়ে প্রায় ১০% কমে গিয়েছে। অন্যদিকে, মালিকদের নিকট হতে সরকার কর্তৃক উৎস কর নির্ধারনে সঠিক নিয়ম না মানার অভিযোগ রয়েছে, উৎস করের ক্ষেত্রে আয়ের উপর কর কর্তনের পরিবর্তে ক্রয় ও বিক্রয় এর উপর কর্তনের ফলে মালিকদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। অনেকসময় মালিক নির্দিষ্ট ক্রয়াদেশে ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং উৎস করের এ নিয়মের কারনে মালিকের ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। তৈরি পোশাক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানে সরকারি সদিচ্ছা, তৈরি পোশাকখাত সম্প্রসারনে ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ প্রদানেও তৈরি পোশাক কারখানাকে অগ্রগণ্য করা হয়। অথচ সাম্প্রতিক প্রকাশিত ঋণখেলাপির তালিকায় ঋণখেলাপি হিসেবে ৪০% ই বস্ত্র ও পোষাক শিল্পের মালিকদের[৪০] নাম দেখা যায় যা সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ঝুঁকির সৃষ্টি করছে।

৩.৩ কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

সরকার ও বায়ার সমন্বিত উদ্যোগে কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে অগ্রগতি হলেও এখনও প্রায় ৩২%(১১১৮) কারখানায় আশানারুপ (০%-৫০% নিচে) অগ্রগতি হয় নাই। এ সকল কারখানা অধিকাংশ জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত। জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত এ সকল কারখানার অধিকাংশ ছোট এবং সাবকন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে পোশাক উৎপাদন করে। কারখানাসমূহের অধিকাংশ মালিকদের সংস্কারের প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এ কারখানাসমূহের সংস্কার করার ক্ষেত্রে বায়ার ও সরকারের দ্বায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ইপিজেডে অবস্থিত জাতীয় উদ্যোগের ১২টি কারখানার সংস্কারে ইপিজেড কর্তৃপক্ষের সহযোগীতা না পাওয়ায় কারখানাসমূহের সংস্কার কাজ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত কারখানাসমূহের মধ্যে ৪৪৬ টি কারখানা ভাড়া ভবনে উৎপাদন করছে। এ সকল ভবনের সংস্কার দ্বায়িত্ব গ্রহণে ভবন মালিকের অনিচ্ছার কারণে কারখানা সংস্কার হচ্ছে না। এ অবস্থায়

[৪০] বনিকবার্তা, ২৮ জানুয়ারী, ২০১৮

কারখানাসমূহ সংস্কার করার জন্য সহজ শর্তে আর্থিক সহযোগীতার ব্যবস্থা থাকলেও সঠিক কৌশলগত চুক্তি প্রক্রিয়া না থাকার কারণে আর্থিক সহযোগীতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে, এ সকল ভবন সংস্কারে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছে। কারখানাসমূহের সংস্কার কাজে আর্থিক সহযোগীতার জন্য গঠিত জাইকার তহবিল, যথাযথ দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা ও সমন্বয়হীনতার কারণে দীর্ঘদিন কাজে লাগানো যায় নাই। জাইকা তহবিলের অর্থ বিতরনে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধায়নে ৩০টি ব্যাংকের সাথে চুক্তি করা হয় এবং গণপূর্ত বিভাগের আরবান সেফটি প্রকল্পের নিকট কারিগরি মূল্যায়নের দ্বায়িত্ব অর্পণ করা হয়[৪১]। কিন্তু গণপূর্ত বিভাগের কারিগরি মূল্যায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে আবেদনকারী কারখানাসমূহ এখনও কোনো ঋণ পায় নাই। কারখানাসমূহ পুনর্বাসনের জন্য এবং খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য মিরসরাই'এ পোশাক পল্লী তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তুলনামূলক কম খরচে পোশাক পল্লীর জমি বরাদ্দের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারিদের জন্য আবেদনের সাথে ২৫% অগ্রিম অর্থ প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হলেও অধিকাংশ আবেদনকারিরা এখনও এ অর্থ প্রদান করে নাই। পোশাক পল্লীতে এখনও ৮১ একর জমির বরাদ্দের জন্য কোনো আবেদন আসে নাই[৪২]।

সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে না পারা, উৎপাদন আদেশ না পাওয়া, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি কারণে প্রায় ১২০০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে যার মধ্যে অ্যাকোর্ড ও অ্যালয়েন্সভুক্ত ৩০৯টি এবং জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত ৫০৯টি কারখানা (পরিদর্শিত কারখানার প্রায় ২৫%) রয়েছে । কারখানাসমূহ বন্ধ হওয়ার কারণে প্রায় ৪ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি হয়েছে। অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ২টি কারখানার ৬৬৭৬ জন শ্রমিক ব্যাতিত কোনো শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পায় নাই। অথচ, আইনে কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিধান আছে। অপরদিকে, বায়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বায়িত্বহীন আচরণের কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতি অভিযোগ রয়েছে, যেমন- অ্যাকোর্ড কর্তৃক যে কোনো একটি কারখানায় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘাটতি পেলে সম্পূর্ণ গ্রুপের সাথে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া এবং ঈদ বা অন্য কোনো বিশেষ সময়ের পূর্বে যখন শ্রমিকদের পাওনা প্রদানের চাপ থাকে, এমন সময়ে কারখানার সাথে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বায়ার প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তীতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত আরসিসি'র (রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল) মাধ্যমে রেমিডিয়েশন ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। আরসিসি'র প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এখনও সম্ভব হয় নাই- আইএলওর আর্থিক অনুদান নিশ্চিত না হওয়ায় ৪৭ জন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সর্বোপরি আরসিসি'র সংস্কার বাস্তবায়নে টেকনিক্যাল ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এ সক্ষমতার ঘাটতির কারণে একদিকে যেমন মালিকদের আস্থার অভাব রয়েছে তেমনি পোশাক মালিকদের রাজনৈতিক প্রভাবের ঝুঁকি ও দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণের সম্ভাব্য অক্ষমতার ঝুঁকির কারণে বায়ারদেরও আরসিসি'র উপর আস্থার ঘাটতি দেখা যায়। অপরদিকে, আরসিসির সক্ষমতা নিরূপণের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ (অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকার) ব্যবস্থায় মালিক পক্ষের সংযুক্তিকরণ এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখার ফলে মালিক পক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে।

৩.৪ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রগতি লাভ করলেও এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ বিধ্যমান। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের (২০১৩ -২০১৭) দায়েরকৃত কোনো মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই এক্ষেত্রে মামলা জট ও দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়েছে যা শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতে কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থায় ঘাটতি তৈরি করছে এবং শ্রমিক তার প্রাপ্য আইনগত অধিকার হারাচ্ছে। অপরদিকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের জন্য হটলাইন চালু করা হয়েছে যে সকল হটলাইনে শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে অভিযোগ প্রদান করতে পারে। এ সকল সেবার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন প্রচারণার ঘাটতি লক্ষনীয় তেমনি এসকল সেবা গ্রহণে শ্রমিক পর্যায়ে আস্থার ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে, প্রতিষ্ঠানসমূহের যেমন- কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স অনুমোদন, শ্রম অধিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন এবং রাজউকের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন ছাড়পত্র প্রদানের অনলাইন সেবাসমূহেও প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে এবং ব্যবহারকারিদের দক্ষতার অভাবের কারণে এসকল সেবার কার্যকরতা নিশ্চিত করা যায় নাই। অন্যদিকে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের তৈরিকৃত কারখানার তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয় নি। রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পর রানাপ্লাজায় অবস্থিত কারখানাসমূহের পণ্য আদেশ দেওয়া কোম্পানিসমূহের পরিচয় সম্পর্কে স্বচ্ছতার অভাব দেখা যায়, এ কারনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে টিআইবিও এ বিষয়ে বায়ার প্রতিষ্ঠানদের তাদের সাপ্লাইচেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন

---

[৪১] দৈনিক সমকাল, ১০ আগস্ট, ২০১৭

[৪২]আরএমজি বাংলাদেশ, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭

কারখানার তথ্য প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক বায়ার এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করলে দেশে ব্যবসা করে এমন ৭৫০টি বায়ার প্রতিষ্ঠান তাদের সাপ্লাইচেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ করে নাই। যা পরবর্তীতে কোনো দূর্ঘটনা ঘটলে বায়ারদের জবাবদিহিতার আওতায় আনায় ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর অর্থায়নে তৈরিকৃত ডাটাবেজে বিজিএমইএ ও বিকেএমই'র সদস্য কারখানা ছাড়া অন্য কারখানা সন্নিবেশিত করা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য কারখানাসমূহের শ্রমিক দূর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে কিভাবে তাদের ক্ষতিপূরণ পাবে তার কোনো দিকনির্দেশনা না থাকায় শ্রমিক নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৩.৫ শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। গবেষণয় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশক্ষেত্রে ছোট কারখানা ও সাবকন্ট্রাক্ট কারখানাগুলোতে ন্যূনতম মজুরি প্রদান করে না। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির পরবর্তীতে কারখানাসমূহে শ্রমিকদের কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অনেকসময়, উৎপাদনে অসম্ভব টার্গেট স্থির করা হয় এবং টার্গেট পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে মজুরি হতে টাকা কর্তন অথবা বিনা মজুরিতে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অপরদিকে, পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ও জিডিপি পার ক্যাপিটা পিপিপি'র তুলনায় বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি সবচেয়ে কম বাংলাদেশ ৬৮ ডলার, কম্বোডিয়া ১৯৭ ডলার পাকিস্তান ৯৪ ডলার, ইন্ডিয়া ১৬০ ডলার, ভিয়েতনাম ১৩৬ ডলার, ফিলিপাইন ১৭০ ডলার। জিডিপি পার ক্যাপিটা বিবেচনায় শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার তুলনাযোগ্য সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের নুন্যতম মজুরি হওয়া উচিত ২০২ ডলার। আবার মজুরি বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ১২১ এ স্পষ্ট বিধান রয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী মজুরি বোর্ডে সর্বাধিক ফেডারেশন আছে এমন কনফেডারেশনের এবং সংশ্লিষ্ট খাতের সাথে জড়িত শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনায়নের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতি গঠিত মজুরিবোর্ডে এ নিয়ম মানা হয় নাই, এক্ষেত্রে রাজনীতিকরণের অভিযোগ রয়েছে। সর্বোপরি, লিভিং ওয়েজের বিবেচনায় বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি মাত্র ১৪ শতাংশ[৪৩]।

শ্রম আইন ২০০৬ এ শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ২ ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে পরবর্তীতে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ৪ ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে অনেকসময় ৪-৬ ঘন্টায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এর ফলে অত্যাধিক কাজের চাপে শ্রমিকদের মানসিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি হয়। আবার, অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিক তার প্রাপ্য ছুটি ভোগ করতে পারে না এবং মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটির টাকা পায় না। অবার কিছু কারখানায় শ্রমিককে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান না করে ২-৫% মজুরি কর্তন করা হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে, আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সরকারি ছুটির দিনে কাজ বন্ধ রাখার কারণে পরবর্তী সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে, প্রায় ৯৮% (বিজিএমইএ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর-২০১৭) কমপ্লায়েন্ট কারখানায় প্রসূতি সুবিধা প্রদান করা হলেও সাবকন্ট্রাক্ট কারখানাসমূহের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রসূতি সুবিধা প্রদান করা হয় না। অনেকক্ষেত্রে, সরকার নির্ধারিত প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদান না করা। আইনানুযায়ী ১৬ সপ্তাহ প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদানের বিধান থাকলেও তা প্রদান করা হয় না বরং কম দিন ছুটি প্রদান করা হয় ও প্রসুতিপূর্বে প্রাপ্ত মজুরি প্রদানের নিয়ম মানা হয় না। উপরন্তু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসুতিকালীন সময়ে চাকুরিচ্যুত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। সর্বোপরি সরকার ২০১১ সালে সরকারি চাকুরিসমূহে মাতৃত্বকালীন সুবিধা ২৪ সপ্তাহ নির্ধারণ করলেও শ্রমিকের জন্য আইনানুযায়ী তা কম রয়েছে যা রাষ্ট্র কর্তৃক অসম আচরণ হিসেবে বিবেচিত।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশ কারখানায় লাইন সুপারভাইজার কর্তৃক খারাপ ব্যবহার করা হয়। শ্রম আইন সংশোধন ২০১৩ অনুযায়ী প্রায় সকল কমপ্লায়েন্ট কারখানায় একজন কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু কারখানাসমূহে অধিক শ্রমিক হওয়ায় একজন কল্যাণ কর্মকর্তার পক্ষে সার্বিক দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না এবং বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে কল্যাণ কর্মকর্তার মালিকের স্বার্থে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী বিধিমালা কার্যকর হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে সকল কারখানায় সেফটি কমিটি গঠনের বিধান থাকলেও এখনও সকল কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন করা সম্ভব হয় নাই। শ্রমবিধিমালা প্রণয়নের প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হলেও মাত্র ১৬% কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিজিএমই'র একটি জরিপে দেখা যায় ৩৭%-৪২% কারখানায় সেফটি রেকর্ডবুক ও সেফটি বোর্ড সংরক্ষণ করা[৪৪] হয় নাই। অপরদিকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্টিসিপেটরি কমিটি কাগজ

[৪৩] "Asia Floor Wage Alliance: Short History at the brink of transition", 2017, AFWA

[৪৪] বিজিএমই'এ ২০১৭

নির্ভর ও কার্যকর না হওয়ায় শ্রমিকের যৌথ দরকষাকষির অধিকার বাস্তবিক অর্থে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া, কারখানা পর্যায়ে মাত্র ৩% শতাংশ ইউনিয়ন কার্যকর (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ২০১৬) রয়েছে। কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মালিকপক্ষের নিজস্ব শ্রমিক দিয়ে গঠনের অভিযোগ রয়েছে যা মালিকের পকেট ইউনিয়ন হিসেবে বিবেচিত। আবার ট্রেড ইউনিয়নসমূহে নেতৃত্বের কোন্দল ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির অভিযোগ রয়েছে। গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায়, সম্প্রতি ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবার, শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এ সকল কারখানায় বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা করার বিধান রাখা হয়েছে কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, কারখানা পর্যায়ে সকল শ্রমিকের গ্রুপ বীমা করা হয় না এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কারখানায় ২০-২৫ জনের গ্রুপ বীমা করা হয়। আবার, একইভাবে শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এ বিধি ২১৫(৮খ) এ কেন্দ্রিয় তহবিলের সুবিধাকালীন তহবিল থেকে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান করা হয়েছে যার মাধ্যমে মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দ্বায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, শ্রম আইন ২০০৬ এ ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সকল নিয়ম আছে তা থেকেও মালিকদের নিজেদের দ্বায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। যদি কোনো শ্রমিক শ্রম আইন-২০০৬ এর তফসিল এ উল্লেখিত অসুখসমূহের কোনো একটির জন্য অসুস্থ হয়, তাদের কল্যাণ তহবিল হতে অর্থ আদায়ের জন্য পরামর্শ প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায় কিন্তু কল্যাণ তহবিল থেকে অর্থ আদায়ের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার কারণে কার্যত শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আইন অনুযায়ী, কারখানা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দুরত্বে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রয়েছে কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে এ বিধান মানা হয় নাই, অ্যালায়েন্স পরিদর্শনে প্রায় ১-১.৫ লক্ষ শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হলেও মাত্র দুটি কারখানার ৬৬৭৬ জন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অবার, সংস্কারের জন্য শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে অ্যালায়েন্সের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও সকল কারখানায় অ্যালায়েন্স ক্ষতিপূরণ দেয় নাই এবং প্রথম অ্যাকর্ডে এ ধরনের চুক্তি সন্নিবেশিত করা হয় নাই যদিও নতুন অ্যাকর্ডে ক্ষতিপূরণ বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, গবেষণা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বায়ার প্রতিষ্ঠানদ্বয় দায় এড়ানোর জন্য কারখানা বন্ধের পরিবর্তে বর্তমানে কারখানাসমূহের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কচ্ছিন্ন করছে যা কারখানা বন্ধের সামিল। অপরদিকে সরকারের এ ক্ষেত্রে দ্বায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া, রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সরকার আইএলও কনভেনশন (১২১) সাক্ষর করার অঙ্গীকার করে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইএলও'র এ কনভেনশন সরকার এখনও সাক্ষর না করার কারণে এখনও শ্রম আইনে যুগাপোযোগী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা যায় নাই। যদিও রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ এর মাধ্যমে সঠিক ক্ষতিপূরণ নির্ধারনের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিলো কিন্তু পরবর্তীতে বেঞ্চ ভেঙ্গে যাওয়ায় সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সম্ভাবনায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৩.৬ শুদ্ধাচার নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার চর্চায় বিভিন্ন পদক্ষেপগ্রহণ করা হলেও এক্ষেত্রে এখনও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম পরিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১০-১৫ হাজার টাকার নিয়মবহির্ভুত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে, কিছু ক্ষেত্রে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক শ্রমিক প্রদেয় অভিযোগ তদন্তে কারখানার মালিকপক্ষের সামনে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত শ্রমিকের মালিকপক্ষ কর্তৃক নিপীড়নের শিকার ও চাকুরিচ্যুতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এসকল কারণে অভিযোগ প্রদানে শ্রমিকের আস্থার ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৪.১ অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পূর্বে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতি ছিলো, দুর্ঘটনার পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিগত পাঁচবছরে (এপ্রিল ২০১৩ – মার্চ ২০১৮) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ প্রণয়নের উদ্যোগ এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার শ্রমিক অধিকার ও কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইনী কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি অংশীজন হিসেবে কলকারখানা অধিদপ্তরের ও ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও কার্যকরতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কলকারখানা স্থাপন ও পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং রাজউক বিকেন্দ্রীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সমূহের বাস্তবয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। একইভাবে, ২০১৭ সালে শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। কারখানার মালিক পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে যে অনিহা ও নেতিবাচক মনোভাব ছিল তা রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে অনেকাংশে পরিবর্তীত হয়েছে।

৪.২ মালিকপক্ষ কর্তৃক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসা ধরে রাখার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় নি

রানাপ্লাজা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক চাপে বাংলাদেশের কারখানাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে দুটি বায়ার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারখানাসমূহ নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রায় তিন হাজার কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এসকল বায়ার প্রতিষ্ঠান কারখানা সংস্কারে অগ্রগতি না হলে সেই কারখানার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য কারখানা মালিকরা বায়ারদের চাহিদা মতে কারখানার টেকনিক্যাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেয় কিন্তু শ্রমিক অধিকার বিষয়ে যেমন-কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদানে গ্রুপ বীমা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে মালিক পক্ষের কম গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়

৪.৩ শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিক পক্ষের প্রভাব অব্যাহত

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সরকার শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে শ্রমিক অধিকার ও যৌথদরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রমিক সংগঠন গঠনের ক্ষেত্রে শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক মালিকদের পূর্বেই আগ্রহী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের তালিকা প্রকাশের সুযোগ বন্ধ করা হয়। আইন অনুযায়ী একই কারখানায় তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিধান থাকলেও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে এ বিধান কাগজে কলমে বিদ্যমান। একই কারখানায় একটির অধিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার কোনো আবেদন সাধারণত গ্রহণ করা হয় না। আবার সংশোধিত আইনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধানটি অধিকসংখ্যক শ্রমিক কর্মরত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন অসম্ভব করে তুলেছে। ফলে এটি সরকারের শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি হিসেবে সমালোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের শ্রম বিধিমালায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সাথে তাদের স্ত্রী ও আত্মীয় পরিজনের প্রাথমিক তথ্য সম্বলিত অতিরিক্ত কাগজ জমা দেওয়ার বিধান করা হয়, যা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনকে আরও কঠিন করে। অপরদিকে ইপিজেড শ্রম আইনে ৩০% শ্রমিকের স্বাক্ষর পাওয়ার পরও পুনরায় কারখানার ৫০% শ্রমিকের ভোটের বিধান শ্রমিক সংগঠন করার বিষয়টিকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

এছাড়া কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের বিভিন্ন অজুহাতে চাকুরিচ্যুতির অভিযোগ পাওয়া যায়। মূলত এ ক্ষেত্রে শ্রমিক মালিকের পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতি লক্ষণীয়।

৪.৪ শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, দূর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ , মাতৃত্বকালীন সুবিধা , সংগঠন করার অধিকার, মারাত্বক অসুস্থতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয় নি

কারখানা সংস্কারের জন্য কোনো শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হলে তাকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান আইনে উল্লেখ আছে। অ্যাল্যায়েন্স তার আইনগত চুক্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যদিও অ্যাকর্ড এর চুক্তিতে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিলো। কিন্তু, অধিকাংশক্ষেত্রে চাকুরিচ্যুতির কারনে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পায় নাই। অপরদিকে, আইনে অপর্যাপত্ত ক্ষতিপূরণ ব্যাবস্থা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। দূর্ঘটনার জন্য সরকার তৈরি পোশাক খাতের জন্য গঠিত কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিল হতে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের বিধান করলেও তহবিল থেকেগ্রুপ বীমার অর্থ পরিশোধের বিধান এ তহবিলের উদ্দেশ্য ব্যহত করছে। আবার, সরকারি চাকুরিতে কর্মরত কর্মীদের জন্য মার্তৃত্বকালীন সুবিধা ২৪ সপ্তাহ হলেও শ্রম আইন ২০১৬ এ তা ১৬ সপ্তাহ যা রষ্ট্রের অসম আচরণ হিসেবে বিবেচিত। সর্বোপরি, দূর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে আইনে এবং বিধি অনুযায়ী কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তুশ্রমিক অসুস্থতার জন্য কোনো প্রকার সামাজিক নিরপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। এ উদ্দেশ্যে আইএলও ইনজুরি স্কীম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তার কোনো অগ্রগতি হয় নি।

৪.৫ বায়ার প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনকৃত অধিকাংশ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহে কোনো অগ্রগতি হয় নি, এক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে এ খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি

ত্রিপক্ষিয় উদ্যোগের মাধ্যমে যে সকল কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তার মধ্যে বায়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শিত কারখানাসমূহের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু, ভাড়াভবনে কারখানা, মালিকদের অনাগ্রহ ও আর্থিক অক্ষমতা ইত্যাদি কারনে জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত কারখানা সমূহের কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে এ খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং দেশের সার্বিক তৈরি পোশকাক ব্যবসা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৪.৬ রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও টেকনিক্যাল সক্ষমতার ঘাটতির কারণে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকি

আরসিসি'র সংস্কার বাস্তবায়নে টেকনিক্যাল ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এ সক্ষমতার ঘাটতির কারণে একদিকে যেমন মালিকদের আস্থার অভাব রয়েছে তেমনি পোশাক মালিকদের রাজনৈতিক প্রভাবের ঝুঁকি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাব্য অক্ষমতার ঝুঁকির কারণে বায়ারদেরও আরসিসি'র উপর আস্থার ঘাটতি দেখা যায়। অপরদিকে, আরসিসির সক্ষমতা নিরূপণের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ (অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকার) ব্যবস্থায় মালিক পক্ষের সংযুক্তিকরণ এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখার ফলে মালিক পক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে।

৪.৭ সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যাক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক মোট ১৪ টি কেস ফাইল করা হয়[৪৫]। দুর্ঘটনা পরবর্তীতে পেনাল কোড এর ধারা ৩৩৭, ৩৩৮, ৪২৭, ৩০৪(বি) এবং ৩৪ এর ভিত্তিতে পুলিশ রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা এবং ৫টি কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপরদিকে রাজউক বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট ১৯৫২ এর ধারা ১২ এর ভিত্তিতে সাভার পৌরসভার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপর একটি মামলা একজন ভুক্তভোগীর পরিবার কর্তৃক ঢাকা জেলা জজ আদালতে করা হয়। পরবর্তীতে উচ্চ আদালত সিআইডিকে মে, ২০১৩ মধ্যে মামলার তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। অথচ এখন পর্যন্ত ৪টি মামলার মধ্যে কেবল একটি মামরায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে- যা আদালত কর্তৃক গ্রহণ না করে পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া শ্রম আদালত কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাগুলোর কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় নি। অর্থাৎ মামলা প্রতিবেদন প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়। আবার আদালতের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামিল না করা, সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতার মাধ্যমে সময়ক্ষেপন করার সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার ও সুপারিশ

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন সরকারি অংশীজনের, যেমন কলকারখানা অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে গৃহীত অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কারখানার নিরাপত্তায় বা টেকনিকাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি হলেও, সোশাল কমপ্লায়েন্স বা শ্রমিকের চাকরিকালীন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

অন্যদিকে জাতীয় উদ্যোগ আওতাভুক্ত ও বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় এমন কারখানার টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনুপস্থিত। সরকারের পক্ষ থেকে আইন ও বিধিমালাসমূহ শ্রমিকবান্ধব বা কল্যানমূলক করার লক্ষ্যে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হলেও, শ্রমিকের যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে তা যথেষ্ঠ নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনী প্রক্রিয়া আরও জটিল করা হয়েছে। আবার, বায়ার প্রতিষ্ঠান এর মেয়াদ পরবর্তীতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত আরসিসি'র প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান। সক্ষমতার ঘাটতির কারণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সফল হওয়ার বিষয়ে আস্থার ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। সার্বিক ভাবে এ খাতে খাতের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের সমন্বীত ও দ্বায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে-

ক্রম	সুপারিশমালা
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে একক কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে
২	শ্রম আইন, ২০০৬ এ বিদ্যমান ঘাটতি বিশেষ করে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, প্রসূতিকালীন ছুটি, সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে
৩	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে
৪	মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত অধিকার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে
৫	সাব-কন্ট্রাক্ট নির্ভর ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং এ সকল কারখানার মালিকদের কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহজ শর্তে তহবিলে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে
৬	সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদার কারখানার নাম প্রকাশ করতে হবে এবং কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ না করাসহ অন্যান্য অনৈতিক আচরণ বন্ধ করতে হবে
৭	কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিল হতে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান রহিত করতে হবে
৮	রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল কার্যকর করার লক্ষ্যে- • সরকার, বায়ার ও আইএলওর সমন্বিত উদ্যোগে আরসিসি'র আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে • আরসিসির কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে • আরসিসি'র কার্যক্রম টেকসইকরণে বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে

তথ্যসূত্রঃ

১. টিআইবি (অক্টোবর, ২০১৩), **তৈরি পোশাক খাতঃ সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়।**

২. Anders Pedersen, (2013), "*Data expedition story: "Why garments retailers need to do more in Bangladesh"*, see more at-http://schoolofdata.org, accessed on April 06, 2014.

৩. ILO (2013), Bangladesh: Seeking better employment conditions for better socioeconomic outcomes

৪. Asia Floor Wage Alliance: Short History at the brink of transition", 2017, AFWA

৫. " IFC Engagement in the Bangladesh Apparel Sector- How IFC Supports Bangladesh Positions in Global Supply chain"; IFC, October, 2017

৬. Maher.S (2013) ''Hazardous *workplaces: Making the Bangladesh Garment Industry Safe*" page10, Clean cloths campaign.

৭. Clean Clothes Campaign (October, 2013) *''Still Waiting: six months after historys deadliest apparel industry disaster, workers continue to fight for compensation",* Clean cloths campaign.

৮. http://www.ilo.org

৯. http://www.bangladeshaccord.org/

১০. http://www.bangladeshworkersafety.org/

১১. http://www.mole.gov.bd/

১২. http://www.ranaplaza-arrangement.org/

১৩. www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/...to.../index.htm access on 18 December, 2018